W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 70 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 18. 06. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Bartaman,' a Bengali daily dated 18. 06.2018, the news item is captioned ' গাঁজার ঠেকের প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদীর ভাইকে গুলি করে খুন'

Commissioner of Police, Barrackpore Police Commissionerate is directed to enquire into the matter and to furnish a report by 27th July, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

গাঁজার ঠেকের প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদীর ভাইকে গুলি করে খুন

বিএনএ, বারাকপুর: এলাকায় গাঁজার ঠেক বসানোর প্রতিবাদ করেছিলেন দাদা শাহওয়াজ। মওকা বুঝে ভাই ইমতিয়াজকে গুলি করে খুন করে তারই প্রতিশোধ নিল দুষ্কৃতীরা। দিনদুপুরে এমন ঘটনায় কামারহাটিতে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। পুলিস অবশ্য এখনই গাঁজার ঠেকের প্রতিবাদের জেরেই ইমতিয়াজ খুন হয়েছে বলছে না। বারাকপুর কমিশনারেটের তরফে বলা হয়েছে, তদন্ত চলছে। অনেকগুলি দিক উঠে এসেছে। সব বিবেচনা করেই খুনের প্রকৃত কারণ বলা যাবে। ঘটনায় একজন আটক হয়েছে।

প্রতিবাদীর ভাইকে খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘরিয়া থানার কামারহাটি পুরসভার বাঁশবাগান এলাকায়। দিনের বেলায় প্রকাশ্যে জনবহুল এলাকায় এভাবে একজনকে গুলি চালানোর ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিসের ভূমিকা নিয়ে শহরবাসী প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। পুলিস ফাঁড়ির সামনে তাঁরা বিক্ষোভও দেখান। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েনে তাঁরা। পুলিস জানিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মদ ইমতিয়াজ(২২)। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। বারাকপুর পুলিস কমিশনারেটের ডিসি (জোন-২) আনন্দ রায় বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। গাঁজা ঠেকের প্রতিবাদ করার জেরেই এই খুন কি না, তা স্পষ্ট করেননি তিনি। ডিসি (জোন-২) বলেন, এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। কয়েকটি কারণ উঠে এসেছে। খুনের কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মাল্লু আর সাদ্দাম নামে দু'জনের সঙ্গে কয়েকজনের বচসা বাধে। ইমতিয়াজ মাল্লু ও সাদ্দামের বিরোধিতা করে। এনিয়ে ইমতিয়াজের সঙ্গে মাল্লুর মন কষাকষি হয়। পবিত্র ঈদ উৎসব থাকায় বিষয়টি খুব বেশি এগয়নি। স্থানীয় লোকজনের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটে যায়। রবিবার বাঁশবাগান এলাকায় গলির মধ্যে গাঁজার ঠেক চলছিল। তখনই ইমতিয়াজের দাদা মহম্মদ শাহওয়াজ এর প্রতিবাদ করেন। কাল্লু নামে এক অভিযুক্ত তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ।

কামারহাটি

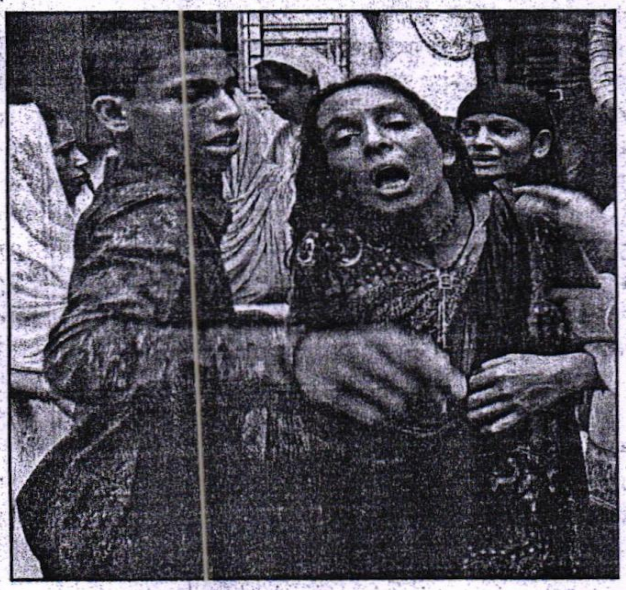

পুলিসের কাছে অভিযোগও জানানো হয়। গণ্ডগোল এড়াতে পুলিস শাহওয়াজকে ধরে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। অবশ্য কিছুক্ষণ পর তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হয়। অন্যদিকে, মাল্লু, সাদ্দাম ও তার দলবল এলাকা দখল নিয়ে নেয়। তারা এলাকা দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। এমনিতেই শনিবারের রাতের ঘটনার জেরেই ইমতিয়াজের উপর তারা ক্ষুব্ধ ছিল। আর এদিন গাঁজা ঠেকের প্রতিবাদ করা নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়। চোখের সামনে ইমতিয়াজকে একা পেয়ে হামলকারীদের একজন তাকে পিছন দিক থেকে ধরে। এরপর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁর পাঁজরে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়। গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ইমতিয়াজকে উদ্ধার করে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্বাভাবিকভাবে মৃতের পরিবারের লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। থানায় খুনের মামলা রুজু করা হয়। ঘটনার পর পরই পুলিস কাল্লুকে আটক করেছে। বাকি অভিযুক্তরা পলাতক। পুলিস জানিয়েছে, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার পর এলাকায় র‍্যাফ নামানো হয়।

• *নিহত ইমতিয়াজ। ভেঙে পড়েছে তাঁর পরিবার। - নিজস্ব চিত্র*